APR. 06 2002

যুগান্তর

ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে মতবিরোধ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জাতীয় সম্মেলনের দুদিন পরেও ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়নি। কারাবন্দি সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর দায়িত্ব কারও ওপর অর্পিত না হওয়ায় ছাত্রলীগ কার্যত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছে। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখলের জন্য প্রার্থীদের জোর লবিং এবং এসব পদে তাদের মনোনয়ন নিয়ে ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার মতৈক্য না হওয়াই কমিটি ঘোষণায় বিলম্বের প্রধান কারণ বলে সংগঠন সূত্র জানিয়েছে। অপরদিকে কমিটি গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওকে কমিশনের প্রধান ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'কমিটি গঠন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত। হরতালের আগের রাতে পুলিশের হয়রানির কারণে তা ঘোষণা করা যাচ্ছে না। এমনকি কমিটির কপি পত্রিকা অফিসে ফ্যাক্স করাও সম্ভব হচ্ছে না।' বুধবার রাতে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহানগর নাট্যমঞ্চে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে এ দুটি পদে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করে জানানো হয় বাকি ১৯৯ পদে শিগগির মনোনয়ন দেয়া হবে। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কারাগারে থাকায় নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

কমিটি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

কমিটি : ছাত্রলীগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আর গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনয়ন পেতে প্রার্থীরাও তৎপর হয়ে ওঠেন।

বৃহস্পতিবার রাতে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী সুজিত রায় নন্দী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পত্রিকা অফিসে নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও ১২টি পদে মনোনিত নেতাদের তালিকা পাঠানো হয়। এতে সিনিয়রসহ সভাপতি আনিসুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখরকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। জানা গেছে, সাবেক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এসব প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলেও সাংগঠনিক নেত্রীর সম্মতি ছাড়াই তা পত্রিকা অফিসে পাঠানোর কারণে রাতেই সেসব মনোনয়ন বাতিল করা হয়। মনোনীত প্রার্থীরা ছিলেন– সহ-সভাপতি পদে আনিস ছাড়া রফিকুল ইসলাম কোতয়াল, আশরাফুল আজিম রুবন, মারুফা আক্তার পপি, বলরাম পোদ্দার ও আবদুল ওয়াদুদ খোকন। যুগ্ম সম্পাদক পদে শিখর ছাড়া মাজহার আনাম, খান মাইনুল হোসেন মোস্তাক ও পনিরুজ্জামান তরুণ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জাকির হোসেন মারুফ, সোহেল হাজারী ও শাহ মোস্তফা আলমগীর।

নতুন করে মনোনয়নের জন্য গতকালও ওকে কমিশন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কয়েক দফা আলোচনায় বসেন। সেখানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যারা খুবই কম ভোট পেয়েছেন তাদের পদায়ন না করার ব্যাপারে জোরালো আলোচনা হয়। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে মারুফা আক্তার পপি এবং সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক পদে সাইফুজ্জামান শিখরের নাম অধিকবার প্রস্তাবিত হয়েছে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ করার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির শীর্ষ দুটি পদে নেতা মনোনয়নের কথা শোনা গেলেও আপাতত তা হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি গঠন প্রক্রিয়া মাসাধিককাল বিলম্বিত হতে পারে বলে জানা গেছে।